বাইপাস সার্জারির নির্ভরতার নাম

ডা. লুৎফর রহমান

লিখেছেন : **ডা. এম. ফায়েজ সাজ্জাদ**

বাংলা ভাষায় ‘ভাবমূর্তি’ বলে একটি শব্দ আছে। সব সময়ই আমরা শব্দটি নিয়ে সংকটে থাকি। রাজনীতি থেকে শুরু করে সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজমান। এর মধ্যে যে সেক্টরটি সবচেয়ে বেশি ভাবমূর্তি সংকটে ভুগছে সেটা হলো চিকিৎসা বিভাগ। বিশেষ করে ডাক্তররা। বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ডাক্তারদের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। চিকিৎসার জন্যে মানুষ ছুটছে বিদেশে। যার একটু সামর্থ্য আছে তিনিই বাংলাদেশের কোনো হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে যেতে চাইছেন না।

এ রকম একটি অবস্থায় আশার আলো হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন ডা. লুৎফর রহমান। ছোটখাটো গড়নের এই মানুষটি এখন আস্থার প্রতীক। প্রতিদিন গড়ে তিন থেকে চারটি বাইপাস সার্জারি করছেন এবং সফল হচ্ছেন। গত সাত-আট বছরে কয়েক হাজার সার্জারি করেছেন। বাইপাস সার্জারির জন্য কিছুদিন আগেও বেশ নাম করেছিল শিকদার মেডিক্যাল। এই নাম করার পেছনে যে ব্যক্তিটি ছিলেন তার নাম ডা. লুৎফর রহমান। এখন ল্যাবএইডের বেশ নাম-ডাক শোনা যাচ্ছে। এর পেছনের মানুষটির নামও ডা. লুৎফর রহমান।

ডা. লুৎফর রহমান ক্রমেই হয়ে উঠেছেন লিজেন্ড অব দ্য লিজেন্ডারি।

ক্ষুদ্র এই কথাটি একজন মানুষের বিশালতার নির্ণায়ক হতে পারে না। তিনি আমাদের দেশের একজন সনামধন্য কার্ডিয়াক সার্জন। অফ পাম্পবিটিং হার্ট সার্জারি করছেন এই বাংলাদেশে এবং সফলতার হার প্রায় ১০০ তে ১০০। বাংলাদেশের প্রথম রোবটিক সার্জনও ডা. লুৎফর রহমান। এ বছর মে মাসে ভারতের কেয়ার ফাউন্ডেশনে প্রথম বাংলাদেশী সার্জন হিসাবে করেছেন হৃৎপিন্ডের রোবটিক সার্জারি। এই মুহূর্তে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সেরা কার্ডিয়াক সার্জন।

১৯২৫ সাল, লন্ডন হাসপাতাল, হোয়াইটচ্যাপল, হেনরী সট্টার, সব কটা শব্দ মিলে যা উপস্থাপিত হলো তার মর্মার্থ হলো ‘শরীরের আর যেকোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো হৃৎপিন্ডকেও প্রয়োজনে কাটাছেঁড়া করা যেতে পারে।’

এই প্রক্রিয়াকে জীবন দান করলেন সত্যিকার অর্থেই জন হেইস্‌হান গিবন -সেই ১৯৫৩ সালে। তিনিই পৃথিবীর প্রথম সফল

বাইপাস সার্জারি করছেন ডা. লুৎফর রহমান

কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস অপারেশনটি করেন।

এই অপারেশনের পরপরই বদলে যায় দৃশ্যপট। করোনারি আর্টারি ডিজিজ-এর সার্জিক্যাল রিভাস-কুলারাইজেশন অপারেশন, সম্ভবত এখনো পৃথিবীর বহুল আলোচিত অপারেশন। ১৯৬০ সালের দিকে এই অপারেশন পায় আধুনিক চেহারা। শুরু হয় করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং (CABG) যা বাইপাস অপারেশন নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

কি এই বাইপাস সার্জারি

বুকের ভেতরে সযত্নে লালিত যে মাংসপিন্ডটি মাতৃগর্ভ থেকে ধুক ধুক করে রক্ত সরবরাহ করে চলছে সমস্ত শরীর জুড়ে সেটাই হৃৎপিন্ড। শরীরের আর সব অঙ্গ-প্রতঙ্গে যেমন রক্ত সরবরাহ করছে তেমনি হৃৎপিন্ড নিজেই নিজেকেও রক্ত সরবরাহ করে। হৃৎপিন্ডের কোষগুলো যেসব ধমনীর মাধ্যমে রক্ত পায় তাদেরকে আমরা করোনারি ধমনী (Coronary Artery) বলি।

শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যতার জন্য দেখা যায় এসব করোনারি আর্টারির মধ্যে আন্তঃসংযোগ (Anastomosis) তুলনা-মূলকভাবে কম। বিভিন্ন কারণে এসব করোনারি আর্টারি বন্ধ হতে পারে তবে এর মধ্যে অন্যতম হলো রক্তনালীর ভেতর চর্বি জমে রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়া। ধূমপান, চর্বি জাতীয় খাবার অধিকগ্রহণ, রক্তের কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিসসহ অনেক কারণেই এমনটা হতে পারে। তবে করোনারি আর্টারিতে চর্বি জমে সংকুচিত হলেই যে অপারেশন লাগবে তা নয়। করোনারি এনজিওগ্রাফি এই পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে

নির্ধারণ করা হয় যেকোনো আর্টারির বাইপাস অপারেশন লাগবে কি না।

কি করা হয় বাইপাসে

যে সমস্ত আর্টারিতে ব্লক আছে সেসব স্থানে শরীরের অন্য ধমনী ও শিরা সংযুক্ত করা হয়। এটাই বাইপাস। সাধারণত অপারেশনের শুরুতেই একটা কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস সার্কিট তৈরি করা হয়। হৃদপিন্ডকে সাময়িকভাবে অকেজো করে এমনকি অনেকক্ষেত্রে বরফ দিয়ে ঠান্ডা করে তারপর অপারেশন করা হয়। মূলত এ প্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বাইপাস অপারেশনেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বর্তমানে কোনো প্রকার পাম্প মেশিনের সাহায্য ছাড়াই, হৃৎপিন্ডকে সচল রেখে (Beating Heart) এই অপারেশন করা সম্ভব। এর নাম অফ্ পাম্প বিটিং হার্ট সার্জারি এই অপারেশনে কোনো রক্ত লাগে না, তদুপরি আর সব সাধারণ অপারেশনের মতোই এর জটিলতা কম এবং রোগীরা আরোগ্য লাভ করে সহজেই।

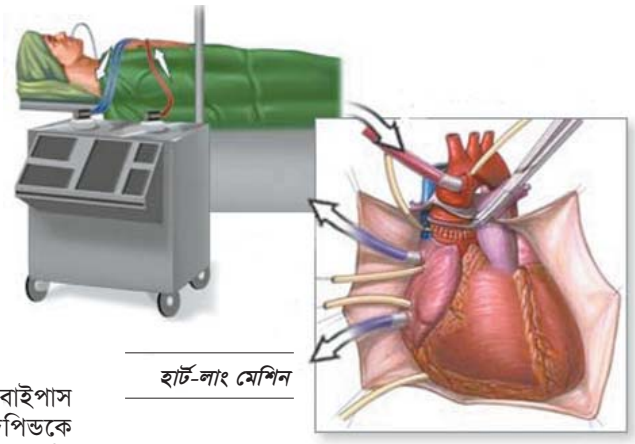

হার্ট-লাং মেশিন

জেনে রাখুন গোপন তথ্য

বাইপাস সার্জারি বিটিং হার্ট পদ্ধতিতে করা হলেও এর শতভাগ সফলতার গোপন চাবিকাঠি অন্যখানে। সাধারণত যে করোনারি আর্টারি ব্লক হয় তা শরীরের অন্য ধমনী বা শিরা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এগুলোকে গ্রাফট্ বলে। গ্রাফট্গুলোর ওপর নির্ভর করে প্রকৃত সফলতা। একজন সার্জন কোন গ্রাফট্ নিবেন (Selection of Conduit) তার ওপর অবশ্যই অপারেশন পরবর্তী সুস্থতা নির্ভর করে। যেমন- গ্রাফট্ শিরা থেকে নেয়া হতে পারে (Venous Graft)। বলা হয় Venous Graft সাধারণত ১০ বছরের মতো কর্মক্ষম (Patent) থাকে শতকরা ৫০-৬০% লোকের ক্ষেত্রে আর শতকরা ১০-১৫ ভাগের ক্ষেত্রে এটি ১ বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

তবে ধমনী গ্রাফট্-এ এসব সমস্যা নেই বললেই চলে। বুকের ধমনী দ্বারা অপারেশন করে শতকরা ৯০ ভাগ লোক ১০ বছরের অধিক সুস্থ রয়েছেন।

তবে এই শুধু ধমনী গ্রাফট্ বাইপাস (Total Arterial bypass) পৃথিবীর ১-২% সার্জন করতে পারেন। তাই বাইপাসের অপারেশনের আগে জেনে নিন আপনার অপারেশনে কী ব্যবহৃত হচ্ছে!

‘যেসব কমপ্লিকেটেড রোগী অন্য হাসপাতাল ফিরিয়ে দেয়, সেই বাইপাসগুলোও আমি করি’

ডা. লুৎফর রহমান

‘... বাইপাসটা এবার করতে হবে। প্লেনের টিকেটটা করে রেখ’। বিভিন্ন চ্যানেলে ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হাসপাতালের যে অ্যাড প্রচারিত হয় তারই একটা অংশ এটি। বাংলাদেশ হৃদরোগ চিকিৎসায় গর্ববোধ করে যে মানুষটির জন্য, সাপ্তাহিক ২০০০ তাঁরই মুখোমুখি হয়েছিল...

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা বিজ্ঞাপনে বলেন- বাংলাদেশ হৃদরোগ চিকিৎসায় গর্ব করে। কেন এমনটা বলা হয়?

ডা. লুৎফর রহমান : বর্তমানে সারা বিশ্বে, আমাদের দেশেও হৃদরোগীদের সংখ্যা অনেক বেশি। তারমধ্যে IHD বা করোনারি হার্ট ডিজিজ সবচেয়ে বেশি। মানুষের জীবনযাত্রা, খাওয়াপড়া, এক্সারসাইজ, বংশগত প্রভৃতি মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল কারণে আমাদের দেশে করোনারি হার্ট ডিজিজের মাত্রা অনেক বেড়েছে। সরকারিভাবে শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালসহ দেশে এখন হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য অনেক হাসপাতাল আছে। তাছাড়া সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল। অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি, উন্নত ও বিশ্বমানের চিকিৎসা দিয়ে আমরা এ দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছি। তাই এ দেশের মানুষ হৃদরোগ চিকিৎসায় গর্ব করতেই পারে।

২০০০ : হার্টের চিকিৎসার বর্তমান চিত্র কী?

লুৎফর রহমান : বর্তমানে যে অবস্থা তাতে হার্টের রোগীদের শতকরা ৮০-৯০ ভাগেরই বাইপাস সার্জারির প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে আগে বাইপাস সার্জারি কম হতো। কারণ কার্ডিয়াক সার্জনের সংখ্যা ছিল কম, এনজিওগ্রাম কম হতো, যন্ত্রপাতি ও প্যাথলজির সংখ্যাও ছিল হাতে গোনা। এখন অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। ঢাকার বাইরে এখনো এনজিওগ্রাম অপ্রতুল্য। দেখা যায় মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকে ভুগছে তবু রোগীরা ভাবে বদহজম হয়েছে। গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা নেয়। এন্টাসিড খায়। এসবের বিশাল অংশ মূলত করোনারি আর্টারি ডিজিজে ভুগছে।

২০০০ : করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকলেই কি বাইপাস করতে হবে?

লুৎফর রহমান : আসলে এ রোগের কর্নফারমেশন টেস্ট হচ্ছে এনজিওগ্রাম। এই এনজিওগ্রাম করান কার্ডিওলজিস্টরা। সাধারণত এনজিওগ্রাম করার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যদি এক-দুটি ব্লক থাকে তবে Ballooning and Followed by Stanting করা হয় যেটাকে অনেকে রিং বলে জানে। তবে সব ক্ষেত্রে রিং পরানো ঠিক নয়। এছাড়া রিংয়ের কোয়ালিটি বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, এর ওপর রিংয়ের লংজিভিটি নির্ভর করে। যিনি রিং পরাবেন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রোগী এনজিওপ্লাস্টির জন্য Suitable নাকি বাইপাস সার্জারির জন্য। যদি রক্তনালীতে একাধিক ব্লক থাকে অথবা রক্তনালীর মুখে ব্লক থাকে তাহলে বাইপাস সার্জারি রোগীর জন্য Long term Benefit বয়ে আনবে। আর দ্বিতীয় কথা, আমাদের উপমহাদেশে হার্টের রক্তনালীগুলো জন্মগতভাবে খুবই সরু হয়। এই সরু রক্তনালীতে যখন কোলেস্টেরল জমে এটি বন্ধ

হয়ে যায়, তখন Ballooning and Followed by Satnting করলে এর ফলাফল খুব একটা ভালো হয় না।

২০০০ : আমরা জানি বাইপাস সার্জারি বিভিন্ন রকমের আছে। আপনি কোন ধরনের বাইপাস করেন এবং কেন?

লুৎফর রহমান : বাইপাস করলে খুবই কোয়ালিটির বাইপাস করা উচিত। যদি বুকের দুই পাশের দুটি আর্টারি নিয়ে (Bilateral Internal Mammary artery - BIMA) একটা রোগীর গোটা হার্টকে আমরা র‍্যাপিং করে দিতে পারি, তাহলে বলা যাবে এটা খুবই উন্নতমানের বাইপাস তিনি পেয়েছেন।

কারণ Internal mammary artery বা Internal Thoracic artery দিয়ে গ্রাফট্ করলে সুবিধা হলো, এর ভেতরের এন্ডোথেলিয়াম থেকে নাইট্রিক অক্সাইড রিলিজ হয়, যা কোলস্টেরল ডিপোজিশন প্রতিরোধ করে। এজন্য এদের লংজিভিটি লাইফ টাইম। একে Total Arterial Bypass বলে। আমি এই পদ্ধতিতেই সব বাইপাস অপারেশন করি।

২০০০ : বাইপাস সার্জারির গুণগত মান শুধু এর ওপরই নির্ভরশীল?

লুৎফর রহমান : না। পদ্ধতিগত একটা ব্যাপারও আছে। ৫০ বছর পুরনো ট্র্যাডিশনাল মেথড আছে। হার্ট লাং মেশিনের সাহায্যে যেটা করা হয়। বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ ডাক্তার এখনোও এই মেথড ফলো করেন। আর অত্যাধুনিক বিটিং হার্ট পদ্ধতিতে সার্জারি করতে গেলে উন্নত যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গে সার্জনকে আরো দক্ষ, এনার্জিটিক, মেটিকুলাস এবং এস্থুজিয়াসটিক হতে হবে এবং বয়সও এ ক্ষেত্রে একটা বড় ফ্যাক্টর। বিটিং হার্ট সার্জারি খুবই মডার্ন প্রযুক্তি। সারা জীবন যারা হার্ট থামিয়ে বরফ দিয়ে ঠান্ডা করে অপারেশন করেছেন তারা হঠাৎ এ পদ্ধতিতে অপারেশন করতে পারবেন না। তাদের সেই এনার্জিটা নেই। আর সামগ্রিকভাবে গুণগত মান বলতে বোঝায় প্রথমত বিটিং হার্ট সার্জারি করা উচিত এবং গ্রাফট্গুলো সব আর্টারি হওয়া উচিত। বর্তমানে সারা বিশ্বে ১-২% সার্জন এটা করতে পারেন।

২০০০ : আপনি কবে থেকে বিটিং হার্ট সার্জারি করছেন?

লুৎফর রহমান : ২০০৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ল্যাবএইডে করছি। বিগত দু-তিন বছর থেকে বিটিং হার্ট সার্জারি করছি। আসলে বিটিং হার্ট সার্জারির বড় সুবিধা হচ্ছে যেহেতু নরমাল প্রেসারে করা হয়, তাই রোগীর বয়স এবং অন্যান্য সমস্যা থাকলেও করা যায়। আর এ অপারেশনের কম্প্লিকেশনও কম। দ্বিতীয়বার বাইপাস করছে এমন রোগীও বিটিং হার্ট পদ্ধতিতে আমি অপারেশন করেছি। ধরুন গলব্লাডার (পিত্তথলি) অপারেশন যেমন, বিটিং হার্ট পদ্ধতিতে করা হার্টের অপারেশনও তেমন। এছাড়া এতে কোনো রক্ত লাগে না, তাই রক্তবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। হার্ট লাং মেশিনে করলে প্রায় Organ transplant করার মতো অবস্থা। ৬-৭ ব্যাগ রক্ত লাগে এক অপারেশনে। রক্ত তো একটা লিকুইড অরগ্যান।

২০০০ : আপনারা বিজ্ঞাপনচিত্রে বলেন সফলতা ১০০তে ১০০। এটা কীভাবে সম্ভব?

লুৎফর রহমান : বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপনই তারপরও আমি বলব, আমি যে ১৫০০ কেস করেছি তার মধ্যে ৪০০/৫০০ কেসে দু-একটা খারাপ হয়েছে। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় কিডনি খারাপ থাকে, লাংস খারাপ থাকে। তবুও আমি বলব, প্রায় শতভাগ বলা

এক নজরে ডা. লুৎফর রহমান

ডা. লুৎফর রহমান ১৯৬২ সালের ১ জানুয়ারি পাবনা জেলার আটঘরিয়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মকবুল হোসেন খান, মাতা- লুৎফন্নেছা।

শৈশব কাটে গ্রামের বাড়িতেই। ১৯৭৯ সালে পাবনা সেলিম নাজির স্কুল থেকে এসএসসি। ১৯৮১তে খুলনা বিএল কলেজ থেকে এইচএসসি। ১৯৮৮তে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস। ১৯৯৭তে NICVD থেকে কার্ডিয়াক সার্জারিতে এমএস। ১৯৯১তে সরকারি চাকরিতে যোগদান। ১৯৯৭ সালে সরকারি অধ্যাপক হিসাবে NICVD-তে যোগদান। ২০০১ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে শিকদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিয়াক সার্জন হিসেবে যোগদান ও পরে চিফ কার্ডিয়াক সার্জন হিসেবে কাজ করা। ২০০৪ সালে নিজের তত্ত্বাবধানে Labaid Cardiac Hospital গঠন এবং বর্তমানে সেখানে চিফ কার্ডিয়াক সার্জন হিসেবে কর্মরত।

ব্যক্তিগত জীবনে দুই সন্তানের জনক। মেয়ে ফারিসা খান, সানবীমস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী, ছোট ছেলের বয়স আড়াই বছর। স্ত্রী রানা ফেরদৌস রত্না, সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

সপরিবারে ডা. লুৎফর রহমান

দি 'এ' টিম : সহযোগি ডাক্তারদের সঙ্গে ডা. লুৎফর রহমান

যায়; ৯৯%-এর উপরে সাক্সেস। এটা আন্তর্জাতিক মান ছাড়িয়ে গেছে।

২০০০ : অপারেশনের ক্ষেত্রে কেস সিলেকশন একটা বড় ব্যাপার। আপনারা কী সব কেস গ্রহণ করেন না, যে কারণে এতো সফলতা?

লুৎফর রহমান : না, এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে। ১০-১৫% Ejection Fraction পাম্পিং হার্টেও বিটিং হার্ট সম্ভব। কোনো কার্ডিওলজিস্ট যদি কোনো কেস রেকমেন্ড করেন, আমার জানামতে আমি কোনো কেস ফেরত দেইনি। যেসব রোগীর অন্য অঙ্গ যেমন কিডনি ফেইলিওর আছে, কিডনি কোনো কাজই করছে না, অপারেশন করার চেয়ে এসব ক্ষেত্রে মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টই ভালো কাজ করবে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া শুধু হার্টের জন্য কোনো রোগী আমি কখনো ফিরিয়ে দেইনি। তাই High risk বলে কোনো কথা নেই। যে রোগী অপারেশন করে Benefit পাবে, আমি সে সমস্ত কেসই করতে রাজি আছি। Acute হার্ট অ্যাটাকের পর হার্টের Septum ছিঁড়ে গেছে, সম্পূর্ণ ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে- এরকম অনেক কেস আমি করেছি এবং তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। যেহেতু দেশের সবখানে বিটিং হার্ট সার্জারি হয় না, তাই যেসব কম্প্লিকেটেড রোগী অন্য হাসপাতাল ফিরিয়ে দেয়, সেগুলোও আমাকে করতে হয়।

২০০০ : হার্টের অপারেশন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। যে দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, তাদের পক্ষে এ অপারেশন করা কীভাবে সম্ভব?

লুৎফর রহমান : এ কথা সত্যি, অপারেশনটি ব্যয়বহুল কিন্তু তা বিদেশের যে কোনো হাসপাতালের চেয়ে কম এবং গুণগত মানসমৃদ্ধ। আর পয়সার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আজ পর্যন্ত পয়সার অভাবে কোনো রোগীকে আমি আমার রুম থেকে বিদায় করিনি। This is my personal help to my patients. এ হাসপাতালে যখন আমি যোগদান করি তখন অথরিটিকে বলেছিলাম পয়সার জন্য আমি রোগী ফেরত দেব না। তারা রাজি হয়েছিল। গত দু বছরে আমি আড়াই কোটি টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছি শুধু গরিব রোগীদের। ম্যানেজমেন্ট আমাকে সে সুযোগ দিয়েছে। সে ক্ষমতাও দিয়েছে।

২০০০ : আমাদের দেশের রোগীরা তারপরও তো বিদেশগামী হচ্ছে...

লুৎফর রহমান : দেখুন, বিদেশে রাস্তাঘাট, হাসপাতাল দেখতে ভালো হতে পারে কিন্তু তাদের হাসপাতাল আমাদের চেয়ে ভালো অপারেশন করছে এমনটা কিন্তু নয়। এটা আমাদের বুঝতে হবে। আমেরিকার সব সাহিত্যিক কি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল হতে পেরেছে? Genius Always born, You can not made it. আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন মানবসেবার দায়িত্ব পালনের, আমি করছি। এটা একটা বিশাল অর্জন, আমার নিজের জন্য, আমার টিমের জন্য, হাসপতালের জন্য, দেশের জন্য, জনগণের জন্য।

২০০০ : বাইপাস ছাড়া আর কী ধরনের অপারেশন আপনি করেন?

ইনটুইটিভ-এর দ্য ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেমে রোবটিক হার্ট সার্জারি করছেন ডা. লুৎফর রহমান

লুৎফর রহমান : বাইপাস ছাড়াও হার্টের যেকোনো ধরনের অপারেশন, যেমন ভাল্ব রিপ্লেসমেন্ট অপারেশন, জন্মগত হার্টের রোগ, হার্টের ছিদ্র (ASD, VSD) এগুলোও করি। এছাড়া আপনারা জানেন রোবটিক সার্জারি এখন পৃথিবী জুড়ে চলছে। এ বছর মে মাসে ভারতের কেয়ার ফাউন্ডেশনে আমি রোবাটি সার্জারি করেছি। এটা ইনটুইটিভের 'দ্যা ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম'-এ মুহূর্তে পৃথিবীর সেরা। কেয়ার ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর অরুন তিওয়ারীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদে এই অপারেশন করি। আশা করি বাংলাদেশেও এই সার্জিক্যাল সিস্টেম অল্প দিনের মধ্যেই নিয়ে আসতে পারবো। এছাড়া হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনও করা সম্ভব। হার্ট ট্রান্সপ্লান্টটেশন অপারেশনের পরবর্তী ওষুধ-পত্রের খরচ অনেক বেশি। তাছাড়া এদেশে চোখ, কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য কিছু নীতিমালা থাকলেও হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনের কোনো নীতিমালা নেই।

২০০০ : আপনার টিমের নাম 'এ' টিম দিয়েছেন কেন?

লুৎফর রহমান : আসলে টিমের দক্ষতা দেখে খুশি হয়ে 'এ' টিম নাম দেয়া হয়েছে। দক্ষ এনেসথেশিয়া ও দক্ষ সার্জিক্যাল টিম। আমার ২টা অপারেশন থিয়েটারে দুটি টিম কাজ করে। বাইপাস সার্জারিসহ আনুষঙ্গিক কাজগুলো ২টা, ওটিতে চালাই। প্রতিদিন এখানে ৩-৪টা ওটি হয়। তবে প্রথমে এ অবস্থা ছিল না। ধীরে ধীরে দক্ষ লোকজনের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে 'এ' টিম। এখন সাতজন এনেস্থেশিওলজিস্টসহ দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ টিম আমার নেতৃত্বে কাজ করে। আমার আত্মবিশ্বাস আছে। আমি নিজ হাতে সবগুলো অপারেশন করি। অন্যান্য হাসপাতালের মতো জুনিয়দের দিয়ে অপারেশন করাই না। দেখুন আমার অপারেশন কখনই আমার ওপর হবে না, আমার অপারেশন করবেন আরেকজন সার্জন। কিন্তু আমার অপারেশন এ দেশের মানুষ পাচ্ছে, জনগণ পাচ্ছে, এটাই আমার অর্জন।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার ও সালাহ উদ্দিন টিটো**

যাতায়াত আর থাকা খাওয়ার খরচ বাদ দিলেও বিদেশের সঙ্গে এ দেশের চিকিৎসা ব্যয়ের চিত্র প্রায় আকাশ-পাতাল! তুলনামূলক চিত্র-

হাসপাতালের নাম	সিএবিজি (সার্জারি) কেবিন ব্যয়	এনজিওগ্রাম কেবিন ব্যয়
মাউন্ট এলিজাবেথ *সিঙ্গাপুর*	২৫,০০০ ইউএস ডলার ++	১,৬০০ ইউএস ডলার
বামরুনগ্রাদ হাসপাতাল *ব্যাংকক*	১০,০০০ ইউএস ডলার ++	১,০০০ ইউএস ডলার
এ্যাপোলো হাসপাতাল *কোলকাতা*	৫,০০০ ইউএস ডলার ++	৩৩০ ইউএস ডলার
এসকর্টস হাসপাতাল *দিল্লি*	৫০০০ ইউএস ডলার ++	৩৬০ ইউএস ডলার
ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল *ঢাকা*	২,৭৫০ ইউএস ডলার (সাকুল্যে)	২০০ ইউএস ডলার

তথ্যসূত্র : ল্যাব এইড